সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার ঃ স্বর্ণকুমারীর দৃষ্টিতে নারী পরিসর ঃ সূত্রায়ণ

> যতই ব্যতিক্রমী জীবনচর্যা এবং চর্চায় বেড়ে ওঠা হোক না কেন, সমকাল থেকে মানসিকভাবে এগিয়ে না থাকলে স্বর্ণকুমারী দেবী হওয়া যায় না।[১]

স্বর্ণকুমারী দেবী যখন সাহিত্যরচনায় অবতীর্ণ হোন তখন সমাজের বাতাবরণ মেয়েদের লেখালেখির অনুকূলে ছিল না। এই রক্ষণশীল প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও স্বর্ণকুমারী মেয়েদের জীবনসমস্যাকে গভীর বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছিলেন। তাঁর লেখনীর মধ্যে তাঁর সমাজসচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

লিঙ্গনির্দিষ্ট সমাজে মেয়েরা যে চিরকাল অপাঙ্‌ক্তেয় এই সত্যটিকে স্বর্ণকুমারী উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মননের প্রতিক্রিয়া সচেতন রূপ পেয়েছিল তাঁর উপন্যাসগুলিতে।

যুক্তি দিয়ে বিষয়বস্তুর বিচার এবং গোষ্ঠীচেতনার পরিবর্তে ব্যক্তিচেতনাকে মূল্য দেওয়া ছিল নবজাগরণোত্তর দৃষ্টিভঙ্গির মূল লক্ষ্য। নারীও একজন ব্যক্তি এবং ব্যক্তিরূপে নারীর স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন তারই দৃপ্ত প্রকাশ হয়েছে স্বর্ণকুমারীর লেখনীতে।

তাঁর উপন্যাসগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে গভীর বিশ্লেষণী এবং মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে তিনি মেয়েদের জীবনকে পর্যালোচনা করেছেন। লিঙ্গবিভাজন একটি বড়ো সামাজিক সমস্যা। আজকের সমাজও এই লৈঙ্গবৈষম্য থেকে মুক্ত নয়। স্বর্ণকুমারী সমাজের এই সমস্যাটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

> বাল্যকাল থেকে ঠাকুর পরিবারের স্নিগ্ধ-মধুর সাংস্কৃতিক বৃত্তে পাক খেয়ে, পরবর্তীকালে স্বামীগৃহে সহানুভূতি সহমর্মিতার আস্বাদনে থেকেও স্বর্ণকুমারী জানতেন জীবনের বিচিত্রতার এটি একটি অংশমাত্র, কন্টক আবৃত আরো একটি জীবন অপেক্ষা করে আছে এই সমাজব্যবস্থার মধ্যে; অভিজ্ঞতার নিরিখে সেইসব নারীদের যন্ত্রণার কথা বিবৃত করতে কদাচ ভুলে যাননি তিনি, এখানেই ঔপন্যাসিকের সমগ্রার্থ স্বর্ণকুমারীর ওপরে আরোপ করা যায়।[২]

'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯) ও 'স্নেহলতা বা পালিতা' (১৮৯২-৯৩) উপন্যাস দু'টিতে মেয়েদের জীবনে আর্থিক স্বনির্ভরতার যে কত প্রয়োজন তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন লেখিকা। উনিশ শতকে প্রতীচ্য শিক্ষা ও ভাবনার আলোক সর্বাধিক ছাপ ফেলেছিল যে ঠাকুরপরিবারে স্বর্ণকুমারী সেই পরিবারের কন্যা ছিলেন। ইংলন্ডের স্বাধীনচেতা স্বনির্ভর মেয়েদের জীবনযাপনের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরনির্ভর শিক্ষাহীন সঙ্গতিহীন মেয়েদের ভাগ্যের তিনি তুলনা করেছিলেন।

> সে দেশের মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের মত নিতান্তই কৃপার পাত্র হয়ে

> জন্মায় না, বাপের ধনে ছেলেদের মত তাদেরও একটা অধিকার আছে।... আর যারা নেহাৎ সঙ্গতিহীন, তারাও শিক্ষার গুণে নিজ জীবিকা উপার্জ্জনে সক্ষম।[৩]

বিধবা বিবাহই যে বিধবা সমস্যার একমাত্র সমাধান একথা স্বর্ণকুমারী মনে করতেন না। কারণ অনেকেই বিধবাবিবাহের সুযোগে বহুবিবাহ করত। স্বর্ণকুমারী চেয়েছিলেন মেয়েরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠুক। সেজন্যই অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় এবং অসহায় কুমারী ও বিধবাদের স্বনির্ভর জীবন গড়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'সখিসমিতি'র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

> এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিধবা ও কুমারী মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে অন্তঃপুরের শিক্ষয়িত্রী করে তোলা। তখনও মেয়েরা বিশেষতঃ বিবাহিতারা স্কুলে পড়তে আসতো না অথচ লেখাপড়া শেখার আগ্রহ বেড়ে গেছে। তাই ঘরে ঘরে শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন— তাদের অভাবে শিক্ষক কিংবা বিদেশীনি মেমসাহেব নিয়োগ করা হতো। স্বর্ণকুমারী দেখলেন বাঙালী মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে অনায়াসেই এই কাজটি পেতে পারে। অর্থোপার্জনে স্বনির্ভর হলে অনাথা বিধবাদের জীবনযাত্রা যে সহজতর হবে তাতে সন্দেহ ছিল না।[৪]

এ প্রসঙ্গে মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছিলেন—

> প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণকে এইরূপ সভাসমিতিতে টানিয়া আনিয়া তাঁহাদের দ্বারা দেশের কাজ করান যে কতদূর দুরূহ ছিল, তাহা আধুনিকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। স্বর্ণকুমারীর ন্যায় উৎসাহের প্রতিমূর্ত্তি রমণী এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন বলিয়াই এই সমিতি সাফল্যলাভ করিয়াছিল এবং উহার চেষ্টায় বহু দরিদ্র কন্যা সুশিক্ষা লাভ এবং বহু সম্ভ্রান্ত গৃহের দরিদ্র বিধবা মহিলা অর্থ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।[৫]

স্বর্ণকুমারী চেয়েছিলেন দাসত্ব ও পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে মেয়েরা আত্মশক্তিতে জেগে উঠুক। ১৮৮৯ সালে বোম্বাই (মুম্বই) শহরে এবং ১৮৯০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিবেশনে মহিলা ডেলিগেট রূপে যোগদান করে দেশের নারীসমাজের সম্মুখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিছেলেন।

হিন্দুমেলা (১৮৬৭) যে ঐতিহ্যের ভাবধারাকে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করে জাতীয় জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল, স্বর্ণকুমারীর জীবন গড়ে উঠেছিল সেই জাতীয়তাবাদী সংস্কারপন্থী বাতাবরণে। প্রথম উপন্যাস 'দীপ-নির্ব্বাণ'এ (১৮৭৬) পৃথ্বীরাজ মহিষী, রাজকন্যা ঊষাবতী, চাঁদ কবির স্ত্রী প্রভাবতী ও তার সখি শৈলবালার মধ্যে মহিমান্বিত আর্যনারীদের প্রতিবিম্বিত করে দেশের অন্তেবাসী নারীসমাজকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী।

> ...স্বর্ণকুমারী চাইতেন যে স্বদেশের ললনাগণ প্রবল স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যাভিমানের তাড়নায় মাতৃভূমি রক্ষাকল্পে আত্মবিসর্জন করুন।[৬]

স্বদেশের হিতসাধনে স্বর্ণকুমারী সর্বদা উৎসাহী ছিলেন। এক প্রবল স্বাদেশিক চেতনার আলোড়নের মধ্যে কেটেছিল তাঁর বাল্য ও কৈশোর।

> তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী কিংবা ভারতী পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যসমূহের মধ্যে এতদ্বিষয়ক একটি সতর্ক মনের পরিচয় পাওয়া যায়, যেন অতন্দ্র প্রহরীর মত স্বদেশ ও স্বজাতির সমূহ মর্যাদা ও সম্মানের প্রাসাদকে তিনি চিরকাল রক্ষা করে যাওয়ার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।[৭]

বিংশ শতাব্দীর সমকালীন রাজনৈতিক পরিমন্ডলে রচিত তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের (বিচিত্রা, ১৯২০), (স্বপ্নবাণী, ১৯২১), (মিলনরাত্রি, ১৯২৫) নায়িকা জ্যোতির্ময়ী তাঁর উত্তরসূরি হয়ে আরও একধাপ এগিয়ে গেছে। অনেকে এই চরিত্রে স্বর্ণকুমারীর কনিষ্ঠা পুত্রী বাংলার 'জোয়ান অব আর্ক' নামে পরিচিত সরলা দেবী চৌধুরাণীকে খুঁজে পেয়েছেন।

> জোতির্ময়ীর স্বদেশহিতৈষণা পিতা অতুলেশ্বরের স্নেহানুকূল্যে প্রবর্ধিত হয়েছিল; হয়ত লেখিকা দুহিতা সরলার কথা এখানে চিন্তা করেছেন। হিরণ্ময়ী ও সরলা — বিশেষভাবে সরলাদেবী পরবর্তীকালে স্বাদেশিকতায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন; জীবনের ঝরাপাতা গ্রন্থে সরলাদেবী এ বিষয়ে পিতামাতার সস্নেহ প্রশ্রয় ও অনুমোদনের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। জ্যোতির্ময়ীর চরিত্রটি সরলাদেবীর ছায়াশ্রিত; তাঁরই দেশানুরাগ, ব্যায়ামশিক্ষা, ব্যায়ামসমিতি স্থাপন প্রভৃতি কার্যাবলী জ্যোতির্ময়ীর কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। কালে তেজস্বিতা ও মাধুর্য সরলাদেবীকে মহিমাময়ী লোকগাথায় পরিণত করে, জ্যোতির্ময়ীর মধ্যেও তার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।[৮]

'জীবনের ঝরাপাতা' থেকে জানা যায় যে স্বর্ণকুমারী চাইতেন সরলাদেবীকে বিয়ে না দিয়ে দেশের কাজে নিয়োজিত করবেন।

> সমাজ সচেতনতা ও রাজনৈতিক সচেতনতা এই দুই ধারার সমন্বয়ে বাংলার নারী আন্দোলনের সূচনা হয়েছে। স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দ্বারা নারীসমাজের উদ্বুদ্ধ হওয়ার পটভূমিকায় সামাজিক পশ্চাৎপদ অবস্থাতে সীমিত সুযোগ পেয়েও আন্দোলনে এগিয়ে আসেন বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা। তাদের কেউ কেউ মানুষ হিসাবে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, অবরোধ প্রথা দূর করা, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার এসব নিয়ে আন্দোলন করেছেন। এর পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে নারীমুক্তি ও প্রগতির আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে তথা বৃটিশের শাসন শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার আন্দোলনে নারীসমাজকে যুক্ত করার বিষয়েও গুরুত্ব দিয়েছেন। নারীসমাজের বাস্তব সমস্যা এরা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। নারীসমাজের শৃঙ্খল মোচনের জন্য দেশমাতার শৃঙ্খল মোচন প্রয়োজন। এটাই ছিল নারী আন্দোলনের

সূচনাপর্বে নারীসমাজের শ্লোগান।[৯]

দেখা যায় যে স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসের নায়িকা জ্যোতির্ময়ী আজীবন অবিবাহিত থেকে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছে। জ্যোতির্ময়ীর প্রণয়ী শরৎকুমারও তাঁর স্বদেশব্রতের সহযোগী হয়েছে।

> পারস্পরিক চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বে নয়, কর্ম যজ্ঞের বিপুল তরঙ্গে এই দুই ব্রতনিষ্ঠ যুবক-যুবতী তাদের সার্থকতার পথ খুঁজে নিয়েছে। সেদিনের সমাজে এই তো এক নতুন কালের মেয়ে — যার সামনে আছে শুধু কাজের আহ্বান, ব্যক্তিপ্রেমে পরিতৃপ্ত ভালবাসার ঘর বাঁধার চেয়েও যার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে স্বদেশ-আত্মার অনুসন্ধান; গৃহিণী হয়ে, সাধ্বী হয়ে, মা হয়ে নয় — ভিন্ন কোনো পরিপূর্ণতায় জীবন ভরে উঠেছে তার, ভূমিকা ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে সে 'মানুষ' অভিধার পথে।[১০]

'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব' নামক প্রবন্ধে নারীপুরুষের সমতা বিষয়ে স্বর্ণকুমারীর নারীবাদী অবস্থান সে-যুগের প্রেক্ষিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। 'স্নেহলতা বা পালিতা' উপন্যাসে জীবন ও স্নেহলতাকে এ বিষয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়। 'ত্রয়ী' (বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী, মিলনরাত্রি) উপন্যাসে জ্যোতির্ময়ীকে ব্যায়ামসমিতি, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনি গঠন করে স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ ছেলেদের নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়।

> ... সত্যিকারের নতুন কালের মেয়ে জ্যোতির্ময়ীকে গড়তে পারলেন তিনি বিংশ শতাব্দীর উপন্যাসে, সমাজের কোনো চাওয়া-পাওয়ার খাপে গড়া হয়নি তাঁর এই নায়িকা, নিজের শক্তিতে নতুন সমাজ গড়ে নেওয়াই তার স্বপ্ন; এই শেষ উপন্যাসত্রয়ে স্বর্ণকুমারী মেয়েদের সামর্থ্যের শীর্ষ ছুঁয়েছেন তাঁর কলমে।[১১]

সমাজে 'বিবাহ' শব্দটির উপর মেয়েদের ভাগ্যের শুভাশুভ নির্ণীত হয়। আজও দাম্পত্য জীবনে শুধু মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে মেয়েরা জীবন কাটায়। মেয়েদেরও যে মন আছে, প্রতিবাদ করার অধিকার আছে একথা পিতৃতন্ত্রে নিষিদ্ধ। স্বর্ণকুমারী গভীর মনস্তত্ত্বসম্মত দৃষ্টিতে মেয়েদের জীবন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। 'কাহাকে?' (১৮৯৮) উপন্যাসের মৃণালিণীর মধ্যে লেখিকার ভাবনার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

> ... পুরুষ পত্নীতে যেরূপ অক্ষুণ্ণ অমর পবিত্রতা, অনাদি অনন্ত নিষ্ঠতা চাহেন, আমি তেমনি আমার স্বামীর সমস্ত জীবনই আমার বলিয়া অনুভব করিতে চাহি।[১২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল সমাজ পরিসরে বসে স্বর্ণকুমারী মেয়েদের সমানাধিকারের কথা চিন্তা করেছিলেন।

> ১৮৯৮ সালের শিক্ষাহীন অধিকারহীন বাংলাদেশের মেয়ের পক্ষে খুব সহজ ছিল না হয়তো মণির এ দাবি, কিন্তু সুশিক্ষিত সচেতন মেয়ের এই দাবি থেকেই উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে অনাগত আধুনিকতার পদধ্বনি।[১৩]

জন্মসূত্রে স্বর্ণকুমারী একটি সচেতন শিক্ষিত পরিমন্ডলে বড়ো হয়েছিলেন। পেয়েছিলেন মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যিনি চেয়েছিলেন মেয়েরা ভেতর থেকে শিক্ষিত হয়ে উঠুক। বিয়ে হয়েছিল জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে যিনি ছিলেন স্ত্রী-স্বাধীনতার অনুগামী। এদের অনুপ্রেরণা স্বর্ণকুমারীর সৃষ্টিশীল কর্মজগতের সহায়ক হয়েছিল।

A writers pattern of choice is a function of his personality.

> But personality is not in fact timeless and absolute. However it may appear to the individual consciousness. Talent and character may be innate; but the manner is which they develop, or fail to develop, depends on the writers interaction with his environment, on his relationship with other human beings.[১৪]

আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠক-সমাজ পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থারই শরিক। সেজন্য দেখা যায় জনপ্রিয়তা লাভের জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেখিকারা সামাজিক অচলায়তনের সঙ্গেই আপোস করে এসেছেন। 'কাহাকে?' উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী একটি শিক্ষিত আধুনিক মেয়ের মনোজগৎকে আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যেভাবে উন্মোচিত করেছেন তাঁর পূর্বে এইরূপ মনস্তাত্ত্বিক চিত্রায়ণ আর কোনো লেখকের মধ্যে পাওয়া যায় না।

> যে আমার ক্ষমার পাত্র, সে আমার প্রণয়ী, আমার স্বামী হইবার যোগ্য নহে।[১৫]

অযৌক্তিকতা ও আবেগের বাইরে এনে স্বর্ণকুমারী নারীর ভাবনাকে বিচার করেছেন।

> ... কাল যে ছিলাম — আজ আর সে আমি নহি! ... কি করিয়া এমন লোককে দেবতা মনে করিয়াছিলাম! সঙ্গে সঙ্গে বিকটতর একটা আনন্দ জন্মিল — এই যে, — সে ভ্রান্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি।[১৬]

স্বামী অথবা ভাবী স্বামীর অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্ক যখন কোনো নারীর জীবনে আসে তখন সে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু সামাজিক চাপে উনিশ শতকের নারীকে তা মেনে নিতে হত। স্বর্ণকুমারী উনিশ শতকের এক নারীর ভাবনায় নারীমনের চাহিদাকে চিন্তাশীলতাকে আরো এক শতাব্দী এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সুদক্ষিণা ঘোষ লিখেছেন—

> ভাবতে অবাক লাগে যে এসবই ঘটে গেছে বিশ শতকে পা দেওয়ার আগেই, যার কয়েক দশক পরেও অনুরূপা দেবী বা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর মতো জনপ্রিয় নারী ঔপন্যাসিকদের কলমে শুনেছি সনাতন প্রথা সংস্কারের জয়গান, দেখেছি নারীর জন্য নির্ধারিত ভূমিকা পালনের অনায়াস অনুবর্তন।[১৭]

অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী স্বর্ণকুমারী দেবী সে যুগে সচেতন মন নিয়ে নারী মুক্তির চিন্তা করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী বেড়ে উঠেছিলেন এমন একটি পরিবেশে যেখানে লড়াই করে তাকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়নি। কিন্তু মেয়েদের শোষণ তার কাছে অজানা ছিলনা। মননে এবং চিন্তনে সমকাল থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। পিতৃগৃহ, শ্বশুরগৃহে শৈশব থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মেয়েদের যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে হয় তার উপন্যাসের মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধুমাত্র গল্প শোনানোর জন্য তিনি উপন্যাস রচনা করেননি। সমসময়ের নারীদের প্রতি সমাজের, সমাজ-অন্তর্ভুক্ত পুরুষদের নির্যাতনের সংবাদ তাঁর অজানা ছিল না। ছিয়াত্তর বছরের জীবন পরিধিতে বিবাহিতা নারীর যন্ত্রণা, বৈধব্যের পীড়ন ও লাঞ্ছনা, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মধ্যকার নারীদের প্রতি অত্যাচার সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। সাংগঠনিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকায় মেয়েদের পরিসরহীন

জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন স্বর্ণকুমারী। উপলব্ধি করেছিলেন মেয়েদের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার প্রয়োজনীয়তার কথা। তারই সঙ্গে উপন্যাসে মেয়েদের পিতৃসম্পত্তির অধিকার। ভোটের অধিকারের কথা (সাফ্রোজস্ট আন্দোলনের কথা) উল্লেখ করে তিনি পাঠকদের সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন।

> ...তাঁর উনিশ শতকের উপন্যাসগুলিতে অবশ্য অনেক সময়েই ইচ্ছাপূরণের পথ নিয়েছে কাহিনীর পরিণতি, তবু উনিশ শতকের উপন্যাসেও যে তিনি তুলে এনেছিলেন বিধবার সমস্যা, শিক্ষিতা আধুনিকা মেয়ের স্বনির্বাচিত পাত্রে বিবাহের বাসনা, তাঁর কালের পক্ষে কম ছিল না সেটাও। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের উপন্যাসে এসে মেয়েদের জন্য সমাজ-নির্ধারিত সীমারেখাকে অনেকটাই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী, শেষ ত্রয়ী উপন্যাসটিতে তিনি গড়েছিলেন এমন এক মেয়েকে, সমাজবাঞ্ছিত ভালো মা আর ভালো স্ত্রীর কাঠামো যাকে ছুঁতেই পারে না।[১৮]

তবে যুগজীর্ণ সংস্কারধর্মী চিন্তার বশ্যতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। অনেক সময়ই তাঁর মধ্যে স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা গেছে। উপন্যাসে বিধবা সমস্যা উত্থাপন করেও বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে গেছেন। সময়ের প্রেক্ষিতে স্বামীভক্তি প্রসঙ্গটি স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসে ঘুরে-ফিরে এসেছে। শক্তিময়ী (ফুলের মালা, ১৮৯৫) কনক (ছিন্নমুকুল) স্নেহলতা (স্নেহলতা বা পালিতা) চরিত্রগুলির মধ্যে আত্মচেতনার জাগরণ দেখিয়েও তাদের জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছেন লেখিকা। আসলে উনিশ শতক ছিল আত্মদ্বন্দ্বের যুগ। সে সময়কার অনেক লেখকের রচনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং নতুন চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা গেলেও প্রচলিত সমাজ-সংস্কার থেকে তারা মুক্ত হতে পারেননি। এই রক্ষণশীল সমাজের চাপকে অতিক্রম করা হয়ত অনেক ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারীর পক্ষেও সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই পুরুষ প্রধান জগতের সংকীর্ণ পরিসরে বাস করে স্বর্ণকুমারী তাঁর নারীভাবনায় যে স্বাতন্ত্র্য এনেছেন তা সমকালীন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

> উনিশ শতকের সময়কালে নারীর স্বাধীন চিন্তা ও চেতনা বিষয়ক অভিজ্ঞানের প্রারম্ভ হয়েছিল ঠিক কিন্তু তা বিপুলভাবে তখন ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েনি। স্বর্ণকুমারী দেবী সেই সময়কালেই নারীর সচেতনতামূলক দিকগুলি নিয়ে লেখনী ধারণ করেছেন। তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলির নারী চরিত্রগুলিতে এরই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তিনি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসে আলোর ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে সচেষ্ট হয়েছে তারা। সেই সময়ে সমাজে যা বহুল প্রচলিত ছিল না তা দিয়েই স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলিতে নারীত্বের নির্মাণ ঘটিয়েছেন।[১৯]

অসামান্য ব্যক্তিত্বময়ী স্বর্ণকুমারী এক খোলা মন নিয়ে নারীস্বাধীনতার কথা চিন্তা করেছিলেন। দেশ এবং জাতির অগ্রগতির জন্য মেয়েদের শিক্ষার প্রসার, তাদের মর্যাদা রক্ষা, তারা পরাশ্রিতা না হয়ে যাতে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে একথা সে যুগের শিক্ষিত পুরুষের সঙ্গে একইভাবে চিন্তা করেছিলেন সমাজসচেতন এই লেখিকা। তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মজগতে ছিল যুগের বাধাকে অতিক্রম করে যাওয়ার সাধনা।

ভাবতে অবাক লাগে, তাঁর সারস্বত সাধনা সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছে, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেননি। আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বেও তাঁর রচনাসম্ভার পাঠকের নাগালের বাইরে ছিল। বর্তমান যুগে নারী প্রগতির জন্য বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে যে উদ্যম লক্ষ করা যায় উনিশ শতকে বসে ঠিক সেভাবেই ভেবেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁর মৃত্যুর পর (১৯৩২, ৩ জুলাই) মন্মথনাথ ঘোষ স্বর্ণস্মৃতিতে লিখেছেলেন—

> ইহা কঠোর সত্য এবং যে জীবন প্রায় ষাট বৎসরকাল বঙ্গসরস্বতীর অক্লান্ত সেবায় ধন্য হইয়াছে, যে জীবন নারীসমাজের উন্নতিকল্পে নীরবে ও নিঃস্বার্থভাবে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, এমনকি রাজনীতিক সে ক্ষেত্রেও যে জীবন বিগতযুগের দেশনায়কগণের সহযোগিতা করিয়া বঙ্গললনাগণকে সর্বপ্রথম এক নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, যে জীবন সুদীর্ঘকাল দেশচর্য্যা ও সাহিত্যসেবায় সার্থক ও গৌরবান্বিত হইয়াছে, সে জীবনের জন্য শোকপ্রকাশ কেন? মন মানে না, হৃদয় বুঝিতে চাহে না। সাহিত্যপ্রেমের সেই মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, প্রতিভার সেই জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্ত্তি — যে মূর্ত্তির সম্মুখে থাকিলে কত অভিনব প্রেরণা লাভ করা সম্ভব হইত, কত নব উৎসাহে সুপ্ত হৃদয় উদ্বোধিত হইয়া উঠিত, কত নূতন আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শে প্রাণ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিত, আমাদের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সেই বরদশ্রীর জীবন্তমূর্ত্তি যে চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া গেল, এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? এ শোক প্রকাশের ভাষা কোথায়?[২০]

তার সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নানা ধরণের রচনার মধ্যে দিয়ে সমাজকে আলো দেখাতে সাহায্য করেছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে শিক্ষিত হয়ে বাংলা সাহিত্যজগতে নারীকে পুরুষপ্রধান্যের মধ্যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন।

> ...টানাপোড়েন, দোলাচলবৃত্তিতার মধ্য দিয়েই স্বর্ণকুমারীর যাত্রাপথের বিস্তৃতি। আধুনিকঅর্থে নারীবাদী রূপে তাকে হয়ত চিহ্নিত করা যাবে না, তবু উনিশ শতকের নারীর স্বাধীন চেতনা উন্মেষের ঋত্বিকরূপে তিনি ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন অবিসংবাদিতভাবেই।[২১]

তথ্যসূত্র ঃ

১. আচার্য, অরূপ (সম্পাঃ), একান্তর, ১৮ বর্ষ ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ১০৩।

২. সরকার, পুলককুমার (সম্পাঃ), শুভশ্রী, ৭ রামবাবু লেন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ৭১২১০৩ পৃ. ২৬।

৩. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পাঃ), স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৭২৪।

৪. দেব, চিত্রা, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯, পৃ. ৪৫।

৫. সেন, অভিজিৎ, অনিন্দিতা ভাদুড়ী (সংকলিত), স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা-সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৫১৫।

৬. শাশমল, পশুপতি, স্বর্ণকুমারী ও বাংলাসাহিত্য, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃ. ৮১।

৭. তদেব, ৮১।

৮. তদেব, পৃ. ২৬১।

৯. বেগম মালেকা, বাংলার নারী আন্দোলন, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৪৪ মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা ১০০০, পৃ. ৬৮।

১০. ঘোষ, সুদক্ষিণা, মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৮৭।

১১. তদেব, পৃ. ৮৭।

১২. দেবী স্বর্ণকুমারী, 'কাহাকে?', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৫।

১৩. তদেব, পৃ. ১২।

১৪. ঘোষ, পূর্বাণী (সম্পাঃ), পূরবৈয়াঁ, ৯০ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৯, পৃ. ৬২।

১৫. দেবী স্বর্ণকুমারী, কাহাকে? দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৫।

১৬. তদেব, পৃ. ৩২।

১৭. তদেব, পৃ. ১২।

১৮. ঘোষ, সুদক্ষিণা, মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৪৬।

১৯. দাস, মালতী (সম্পাঃ), দিগন্তিকা, এন এন দত্ত রোড, শিলচর ১, পৃ. ২২।

২০. সেন, অভিজিৎ, ভাদুড়ী, অনিন্দিতা (সংকলিত), স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা-সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৫১১।

২১. ঘোষ, পূর্বাণী (সম্পাঃ), পূরবৈয়াঁ, ৯০ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৯, পৃ. ৫৬।